২

ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAY 3 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে দুর্নীতি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩ চট্টগ্রাম অফিসে দীর্ঘদিন যাবৎ টেন্ডার জালিয়াতি, ভুয়া ভাউচারে অর্থ আত্মসাৎ ও সরকারি সম্পদের অপব্যবহার চলছে। ইউনিসেফের অর্থায়নে ৮-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সরকার দেশের বিভাগীয় শহরে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক স্কুল চালু করেছে। ঢাকার পর চট্টগ্রামে প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার ৩৫টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৫০টি স্কুল চালু করা হয়। প্রতি স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক এবং ১৫টি স্কুলের জন্য এক জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। শিক্ষক ও সুপার ভাইজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সরকারিভাবে।

উক্ত প্রশিক্ষণের উপকরণক্রয়ের জন্য সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিসহ জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা কো-অর্ডিনেটর, সিটি কর্পোরেশন ও জিপিও চট্টগ্রামের নোটিসবোর্ডে দরপত্রের কপি টানানো বাধ্যতামূলক হলেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩, চট্টগ্রামের কর্মকর্তা ঐ নিয়মের তোয়াক্কা না করে, স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লার নির্দিষ্ট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণের উপকরণ ক্রয় করেন। প্রকাশ যে, উক্ত কর্মকর্তা সীমু স্টেশনারি এন্ড সাপ্লায়ারকে সর্বোচ্চ, জামান এন্ড সন্সকে ২য় এবং হাজী পেপার এন্ড স্টেশনারিকে সর্বনিম্ন দরদাতা দেখিয়ে টেন্ডার কমিটির অনুমোদন নেন।

আমার জানা মতে, উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ দরপত্র দাখিল করেনি। প্রকল্প কর্মকর্তা সম্পূর্ণ ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে টেন্ডার কমিটির অনুমোদন নিয়েছেন। সর্বনিম্ন দরপত্রে প্রতিপিস কাটারের মূল্য ৩০ টাকা যার বাজারদর ১২ টাকা, চক প্যাকেট ১০ টাকা যার বাজারদর চার টাকা, ইকোনো বল পেন চার টাকা যার বাজার দর তিন টাকা, ফোল্ডার পিস ৩০ টাকা বাজারদর ১৫ টাকা, সাইন পেন ডজন ৪৮ টাকা যার বাজারদর ২০ টাকা এভাবে প্রতিটি উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য ধরে সরকারের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন উক্ত কর্মকর্তা।

এ ছাড়াও প্রশিক্ষণের ১ম পর্যায়ের ১৬টি ও ২য় পর্যায়ের ১৪টি মোট ৩০টি ভেন্যুর ভাড়াবাবদ ভেন্যুপ্রতি বরাদ্দ দৈনিক ১০০০ টাকা (প্রশিক্ষণ চলে ১২ দিন), কিন্তু উক্ত কর্মকর্তা ১০০০ টাকার স্থলে ৩০০/৪০০ টাকা করে নিম্নমানের ভেন্যু ভাড়া করে অধিদপ্তরকে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। যা প্রকল্প অফিসের সংরক্ষিত ভাউচারের সঙ্গে ভেন্যুর ভাউচার মিলিয়ে দেখলেই পুকুরচুরির সত্যতা প্রমাণিত হবে।

এ ছাড়াও উক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প অফিসের একটি কক্ষ (সরকারি বাসা ভাড়া নেওয়া সত্ত্বেও) নিজস্ব বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করছেন। উল্লেখ্য যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩, চট্টগ্রামের উক্ত কর্মকর্তা চাকরি হতে অব্যাহতি নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই উক্ত বিষয়ে সত্ত্বর তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আঃ কাইয়োম চৌধুরী
এনজিওকর্মী
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

SHEET — OF